দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN 11 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ .....

৩৬ হাজার ১৭৮ কোটি টাকার নয়া বাজেট

❑ দারিদ্র্য দূর, বাজার অর্থনীতিতে প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ ও দেশীয় শিল্পকে সহায়তার অঙ্গীকার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ 'অনাগত শতাব্দীর সম্ভাবনা ও শংকার' মধ্যে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া গতকাল বিকেলে জাতীয় সংসদে বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ সরকারের শেষ বাজেট উপস্থাপন করেছেন। ৩৬ হাজার ১শ' ৭৮ কোটি টাকার এ বাজেট নতুন করবিহীন বলে দাবি করা হয়েছে।

এ বাজেটে দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বাজারমুখী অর্থনীতিতে প্রয়োজনে সরকারি হস্তক্ষেপ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি ও কৃষিজ শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ, রপ্তানি উন্নয়ন এবং দেশীয় শিল্পকে সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে উন্নয়ন বাজেট (এডিপি) ছাড়াও রাজস্ব বাজেট থেকেও বাড়তি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

তবে বাজেট ঘোষণাকালে অর্থমন্ত্রী দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ বা বিশাল জনসংখ্যা একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না। শুধুমাত্র মানব সম্পদের সুষ্ঠু উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলেই বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে।

৩৬ হাজার ১শ' ৭৮ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২৪ হাজার ১শ' ৫১ কোটি টাকা। এছাড়া বৈদেশিক সাহায্য খাতে ৩ হাজার ২শ' ৬৯ কোটি টাকা, বৈদেশিক ঋণ খাতে ৫ হাজার ৯১ কোটি টাকা, অভ্যন্তরীণ মূলধন (নিট) খাতে ১ হাজার ৩শ' ৬০ কোটি টাকা, টিএন্ডটি বন্ড খাতে ১শ' ৭১ কোটি টাকা এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন খাতে ২শ' ৫০ কোটি টাকা সম্পদপ্রাপ্তি প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজস্ব ব্যয় ১৭ হাজার ৮শ' কোটি টাকা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ১৫ হাজার ৫শ' কোটি টাকা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে (কাবিখা) ৫শ' ৭১ কোটি টাকা, খাদ্য বাজেটে নিট ব্যয় ২শ' ২৪ কোটি টাকা এবং এডিপি বহির্ভূত প্রকল্পে ১শ' ৯৭ কোটি টাকা ব্যয় এবং বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ১ হাজার ৮শ' ৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে ২৯ হাজার ৭শ' ৭৬ কোটি টাকার মূল বাজেটের তুলনায় ৩১ হাজার ৬শ' ৬৩ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেটের আকার ১ হাজার ৮শ' ৮৭ কোটি টাকা বেড়েছে। আর '৯৮-৯৯ অর্থবছরে মূল ও সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের বাজেটের আকার বেড়েছে যথাক্রমে ৪ হাজার ৫শ' ১৬ কোটি টাকা ও ২ হাজার ৬শ' ২৯ কোটি টাকা।

চলতি '৯৮-৯৯ অর্থবছরের ২০ হাজার ৭শ' ৭৬ কোটি টাকা রাজস্বপ্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংশোধিত বাজেটে প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ১৯ হাজার ৭শ' কোটি টাকা। অন্যদিকে চলতি অর্থবছরের ১৫ হাজার ৯শ' ৩৭ কোটি

নয়া বাজেট ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

নয়া বাজেট ঃ ৩৬ হাজার ১৭৮ কোটি টাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টাকার মূল রাজস্ব ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা সংশোধিত বাজেটে দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ৭শ' ৬৫ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বাজেটে ৮শ' ২৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজস্বপ্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতা ও রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির কারণে চলতি অর্থবছরে বর্ধিত ব্যয় অর্থায়নের জন্য বাজেটের ঘাটতি মেটাতে সরকারকে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ১ হাজার ৪শ' ৬৫ কোটি টাকা ঋণ নিতে হয়েছে।

গতকাল বিকেল পৌনে ৪টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়াকে নিয়ে সংসদ কক্ষে প্রবেশ করেন। এ সময় কালো মুজিব কোট পরিহিত অর্থমন্ত্রীর হাতে ছিল প্রথামাফিক কালো ব্রিফকেস। প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী সংসদে নিজ নিজ আসনে উপবেশনের পরপরই স্পিকার সংসদে আসেন।

অর্থমন্ত্রী ৩টা ৫২ মিনিটে অর্থ বিল ১৯৯৯ উত্থাপন করেন। এ সময় সরকার ও বিরোধীদলীয় অধিকাংশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এর কিছুক্ষণ পর অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেন। অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশ করার সময় রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, বিদেশী কূটনীতিক, তিন বাহিনীর প্রধান, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, অর্থনীতিবিদ ও কয়েকজন শিল্পপতি উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশকৃত বাজেট অনুমোদন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বেলা দেড়টায় সংসদ ভবনস্থ ক্যাবিনেট কক্ষে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে। ৩টা ২৫ মিনিটে বৈঠকশেষে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার কার্যালয়ে যান। সেখান থেকে যান সংসদ ভবনস্থ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে। এ সময় অর্থসচিব ডঃ আকবর আলী খানও উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের তিন মূল লক্ষ্যের উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, সরকারি উদ্যোগ নয়, ব্যক্তি উদ্যোগই হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি। সরকারের দায়িত্ব হবে প্রবৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। কিন্তু দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে। বাজারের অদৃশ্য হাত দুঃখী মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেবে না, এর জন্য সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার এ দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর।

জনশক্তির নতুন জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষমতাকে দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের জগতে সবচেয়ে বড় সম্পদ অভিহিত করে অর্থমন্ত্রী বলেন, অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ বা বিশাল জনসংখ্যা একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না। শুধুমাত্র মানব সম্পদের সুষ্ঠু উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারলেই বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হবে। "সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ দরকার"—বঙ্গবন্ধুর এ উক্তি উদ্ধৃত করে অর্থমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনগুলোতে সোনার মানুষ গড়ার কাজেই আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তবেই আমরা একবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারব।

চলতি '৯৮-৯৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রতিকূল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাবের উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, তবে আল্লাহর মেহেরবানিতে সুচারু অর্থ ব্যবস্থাপনার ফলে প্রবৃদ্ধির হার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক বলিষ্ঠ। তিনি বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের শাসনকালে পরপর তিন বছর ৫ শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রলয়ংকরী বন্যার পর এর আগে কখনও এত উঁচু হারে প্রবৃদ্ধি হয়নি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, বিগত দীর্ঘস্থায়ী ভয়াবহ বন্যার পরেও যথাসময়ে কার্যকর সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে অর্থনীতিতে স্বাভাবিক গতি ফিরে এসেছে এবং শতকরা ৫ দশমিক ২ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। এ প্রবৃদ্ধির হার অনুরূপ সময়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের গড় প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রায় ৬৭ শতাংশ বেশি।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, গত ৩১শে মে বাংলাদেশ ব্যাংকে এর পরিমাণ ছিল ১শ' ৫১ কোটি ৪০ লাখ ডলার। গত বছরের একই তারিখে এর পরিমাণ ছিল ১শ' ৬৭ কোটি ডলার। এক বছরে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি প্রায় ১৫ কোটি ৬০ লাখ ডলার কমে গেছে। তবুও বর্তমান স্থিতি প্রায় ২ দশমিক ৩ মাসের আমদানির সমপরিমাণ ও দেশের চাহিদার তুলনায় সন্তোষজনক। শুধু খাদ্যশস্য খাতেই চলতি অর্থবছরে অতিরিক্ত আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক থেকে যথাক্রমে ১৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার ও ২০ কোটি ডলার ঋণ নেয়া হয়েছে। ভয়াবহ বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির হ্রাস মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়।

অর্থমন্ত্রী বলেন, বর্তমান অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ডলার মূল্যে টাকার ৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী '৯৬-৯৭ ও '৯৭-৯৮ অর্থবছরে এ হার ছিল যথাক্রমে ৪ দশমিক ৩৫ ও ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। বৈদেশিক মুদ্রার সুচারু ব্যবস্থাপনার ফলে প্রবাসী নাগরিকদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। '৯৭-৯৮ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ যেখানে ছিল ১শ' ৪৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার সেখানে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১শ' ২৪ কোটি ২০ লাখ ডলার— যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮ দশমিক ৫২ শতাংশ বেশি। উপরন্তু বর্তমান অর্থবছরে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৬ শতাংশ বেড়েছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, কৃষি খাতেই নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে বড় শক্তি ও সম্ভাবনা। '৯৮ সালের বন্যার পর মেহনতি কৃষকরা প্রমাণ করেছে, যথাসময়ে উপকরণ ও সরকারের সমর্থন পেলে তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়াই করে রেকর্ড পরিমাণ ফসল ফলাতে সক্ষম। নির্বাচনী ইশতেহার অনুসারে সরকার কৃষি উপকরণে ভর্তুকি প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকারের নিজস্ব সম্পদ

সুন্দর দাঁত উজ্জ্বল হাসি নিমিষেই এ

রাষ্ট্রপতির বাজেট অনুমোদন

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমে বৃহস্পতিবার ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে সম্পূরক বাজেট এবং ১৯৯৯-২০০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট জাতীয় সংস পেশ করার জন্য অনুমোদন দেন। বাসস

মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদনের পরপ জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে অনুমোদন দেয়া হয়।

মুদ্রাস্ফীতি কমেছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মুদ্রাস্ফীতির হার ক্রমাগতভাবে কমে এই হ্রাস প্রক্রিয়া ১৯৯৯ সাে জানুয়ারিতে শুরু হয়ে এখনও অব্যাহ আছে। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরের তুলনা মুদ্রাস্ফীতি ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে দশমিক ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বাজেটে প্রকাশিত তথ্য মতের ১৯ সালের এপ্রিলে মুদ্রাস্ফীতি ৭ দশমিক শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। খাদ্যশস্যে মূলহ্রাসই মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের কার আগামী মাসগুলোতে এই নিম্নমুখী প্রবণ অব্যাহত থাকবে বলে অর্থমন্ত্রী তার বাজে বক্তৃতায় আশা প্রকাশ করেছেন।

ঠাকুরগাঁয় গাড়ি ভাঙচুর

ঠাকুরগাঁ, ১০ই জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- আজ বিকেলে ঠাকুরগাঁয় 'গেটলক' বাসে উঠতে না দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা প্রায় ৫০টি যানবাহন ভাঙচুর করে। জনতার হাতে ১ জন ম্যাজিস্ট্রেটসহ কয়েকজন পুলিশ আহত হয়।